Department of Political Science

Dumkal College

Teacher: SAMIUL MONDAL

For 5th Semester Honours Students

স্বাধীনতা প্রসঙ্গে জে এস মিল (J S Mill on Liberty):

উদারনৈতিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী জন স্টুয়ার্ট মিল স্বাধীনতা সম্পর্কেও তাঁর সুচিন্তিত মতামত রেখে গিয়েছেন। তিনি তাঁর 'অন লিবার্টি'(On Liberty- 1859) নামক গ্রন্থের মধ্যে স্বাধীনতা সম্পর্কিত তাঁর চিন্তাভাবনা তুলে ধরেছেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা মিলের পুর্বে এত জোরালো ভাবে কেও তেমন আলোচনা করেননি, তাই তাঁকে স্বাধীনতা সংক্রান্ত তত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা বলা যায়। তিনি সমাজের সমৃদ্ধি ও কল্যাণসাধন সম্পুর্ণ করতে স্বাধীনতাকে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। এমনকি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রেও তার গুরুত্ব রয়েছে বলে তাঁর মত। স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে,-

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিকোণঃ মিল স্বাধীনতাকে যেকোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি রুপে গণ্য করেছেন। এক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি স্বাধীনতাকে ব্যক্ষা করেছেন। ইসাইয়া বার্লিনের মতো জে এস মিলও নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন, ব্যক্তির সর্বজনীন বিকাশের উদ্দেশে কাজের ক্ষেত্রে কোনোরকম বাধা বা প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি। তাঁর মতে, যখন থেকে ব্যক্তি তার সার্বজনীন বিকাশ ঘটানোর ক্ষমতা অর্জন করেছে তখন থেকে কোন বাধা বা নিয়ন্ত্রণ তার কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যম হতে পারে না, এই নিয়ন্ত্রণ কেবল অন্যের নিরাপত্তার স্বার্থে মান্যতা লাভ করতে পারে। আবার তিনি ইতিবাচক অর্থেও স্বাধীনতাকে ব্যখ্যা করেছেন এইভাবে, যতদিন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ নিজেকে কেন্দ্রকরে আবর্তিত হবে এবং অন্যের স্বার্থকে খতিগ্রস্ত করবে না , ততদিন সে মুক্ত থাকবে, তার উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রন আরোপিত হবে না। কিন্তু যখনি ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সমাজের অন্যদের প্রভাবিত করবে বা অন্যের স্বার্থে আঘাত হানবে তখন অন্যদের স্বাধীনতা বা অধিকার রক্ষার্থে রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

দেহ ও মনের ওপর স্বাধীনতাঃ মিলের মতে স্বাধীনতা হলো ব্যক্তির নিজের দেহ ও মনের ওপর সার্বভৌমিকতা। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজ বিবেচনা অনুযায়ী নিজের কল্যাণসাধনের প্রচেস্টার মধ্যেই তার প্রকৃত স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটে এবং এই স্বাধীনতায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মোটেই কাম্য নয়। মিল ব্যক্তির কার্যাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন- 'আত্মসম্পর্কিত' কাজ (Self Regarding Action) এবং 'পর-সম্পর্কিত' কাজ(Other Regarding Action)। মিলের যুক্তি অনুসারে ব্যক্তি তার আত্মসম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং সেই সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ স্বাধীন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বঝানো বা পরামর্শ দেওয়া ছাড়া কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অন্যদিকে তার যে কাজ অপরের

DUMKAL COLLEGE

কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে বা তার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অপরের স্বার্থ যুক্ত থাকে, সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ যদি কোন একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ অন্য ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করতে উদ্যত হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ক্ষতিসাধনকারি ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রন করতে পারে। মিলের ভাষায়, "ব্যক্তি তার আচরণের শুধু সেই অংশের জন্য সমাজের কাছে দ্বায়বদ্ধ থাকবে যা অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। যে অংশ তার নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত সেখানে সে সম্পুর্ন স্বাধীন"।

নিজ পছন্দমতো কার্যসাধনঃ মিল স্বাধীনতাকে একটু অন্যভাবে ব্যখ্যা করে বলেছেন যে, স্বাধীনতা হল ব্যক্তির নিজের পছন্দমতো কর্ম সম্পাদন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মঙ্গল কামনা করবে। সি এল ওয়েপার বলেছেন মিলের মতে, "স্বাধীনতা হলো নিজের পছন্দমতো কর্মসাধন এবং কনো ব্যক্তিই চাইবে না সেতু ভেঙে নদীতে পড়ে যেতে"(Liberty consists in doing what one desires, and he does not desire to fall into the river)। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মানুষ সকল ক্ষেত্রে তার স্বার্থের শ্রেষ্ঠ বিচারক নাও হতে পারে। তাই যেসকল ক্ষেত্রগুলোতে ব্যক্তির জীবন সংকটের আসঙ্কা থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তিকে অবহিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাঃ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মিল যেসমস্ত ধারণা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ হলো চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তিনি বলতে চেয়েছেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপুর্ন বিকাশের জন্য চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খুবই জরুরী। ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনার স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন, ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাকে দমন করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই, এমনকি ভুল বা অন্যায়মুলক হয় তবুও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। কারণ প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসে মতামতের সংঘর্শের ফলে। তিনি অতিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুর মতকে সমর্থন জানিয়ে একথা বলেছেন যে, সমগ্র মানবজাতি একদিকে হয়ে একই মতামতে বিস্বাস করে এবং যদি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বিরোধী কোন মতামত পোষণ করে, তবে তার মতামতকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং তাঁদের কোন অধিকার নেই সেই একজন ব্যক্তির মুখ বন্ধ করে দেওয়ার। যদি তার ক্ষমতা থাকে সেটাকে প্রমান করার তবে তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এমনও হতে পারে সমগ্র মানবজাতি যা বিস্বাস করে আসছে সেটা ভুল এবং সেই একজন ব্যক্তির ধারনাটি সঠিক। সুতরাং তার ধারণা উপেক্ষা করার ফলে সমগ্র মানবজাতি সঠিক ধারণার পরিবর্তে ভুল ধারণা পোষণ করে বেঁচে থাকবে এবং সঠিকটা সকলের অজানাই থেকে যাবে। মিলের ভাষায় "If all mankind minus one were of one opinion and any one person of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind."

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মিলের ধারণার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় রশদ ব্যক্তিস্বাধীনতার মাধ্যে তুলে ধরেছেন, বিভিন্ন তাত্বিকগন বর্তমান সমাজে তাঁর চিন্তা-ভাবনার যথেস্ট প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পেয়েছেন। ব্যক্তির চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যক্তিকে সমাজের উৎকৃষ্ট উপাদান হিসেবে গড়ে তুলবে বলে তিনি মনে করেন। আবার এক্ষেত্রে সমাজের সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা যেন সুরক্ষিত থাকে সেদিকেও নজর দিয়েছিলেন। পধ্যাপক সি এল অয়েপার মন্তব্য করেন, চিন্তার ও আলচনার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে এত সুন্দর লেখামিল ছাড়া কেও লিখেছে বলে মনে হয়না("No finer defence of liberty of thought and discussion has even been written")।

DUMKA COLLEGE